বিস্‌মিল্লাহির রহমানির রহীম

দি ম্যাসেজ

The Message

VOLUME 1, ISSUE 1

JAN-FEB 2007

দাওয়াতী কাজ সকল ঈমানদারের ওপর সার্বক্ষণিক ফরয

অধিকাংশ ঈমানদারগণ মনে করেন যে, তাদের ওপর কেবল নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত এ কটি জিনিসই ফরয। এর বাইরে তারা আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামান না। অথচ নামায যেমন ফরয, দাওয়াতী কাজ করাও তেমনি ফরয। বরং সর্বাবস্থায় সকল ঈমানদারের জন্য ফরয এক কাজ হলো দাওয়াতী কাজ। রেসালতের পয়লা নম্বর দায়িত্ব ছিল এ দাওয়াত। আল্লাহর বাণীকে জনতার মাঝে পৌঁছে দেয়াই ছিল সকল নবী ও রাসূলের প্রধান কাজ। নবীর অবর্তমানে এ কাজ সকল বিশ্বাসীর ওপর অবশ্য করণীয়। নবী মুহাম্মদ (সাঃ) বিদায় হজ্জের সময়ও সকল বিশ্বাসীর ওপর এ নির্দেশ দিয়েছিলেন, "তোমরা আমার অনুপস্থিতিতে উম্মতের নিকট আমার এ পয়গাম পৌঁছে দেবে।" (আহমদ, তিরমিজি)।

"ডাকো তোমার প্রভুর দিকে হিকমত ও উত্তম নসিহতের সাহায্যে, আর লোকদের সাথে বির্তক করো সর্বোত্তম পন্থায়।" (সূরা আন নহল ঃ ১২৫)।

এখানে আল্লাহ হুকুম করছেন সবাইকে। এটা আল্লাহর আদেশ যে আমরা পথহারা মানুষকে কেবল আল্লাহর দিকে ডাকবো। আর ডাকবো উত্তম ভাষা ও পদ্ধতি অবলম্বন করে। আরো হুকুম করছেন সর্বোত্তম ভাষায় বির্তক করার জন্য।

নামায একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফরয করা হয়েছে। ফরয নামাযের জন্য ওয়াক্ত জরুরী। যাকাত আদায়ের জন্য সম্পদের মালিক হতে হয়। যাকাতের দেয় অর্থও একটা নির্দিষ্ট হারের আওতায় আবদ্ধ। হজ্জ ফরয হয় কেবল সামর্থবানদের ওপর। তাও আবার মাত্র একবার তা সম্পাদন করলেই দায়িত্ব শেষ। ফরয সওম সারা বছরে কেবল একটা নির্দিষ্ট মাসের জন্য।

কিন্তু "ডাকো তোমার প্রভুর দিকে" বলে আল্লাহ ঈমানদারদের ওপর এ কাজটি সর্বক্ষণের জন্য ফরয করে দিয়েছেন। এখানে বলা হয়নি কোন নির্দিষ্ট সময়, কোন নির্দিষ্ট ধরনের ব্যক্তি বা অন্য কোন শর্ত। অর্থাৎ এ ডাকার কাজ সকল মুসলিম মুসলিমাহ ঈমানদারের ওপর এক সার্বক্ষণিক ফরয। হেকমত অবলম্বন করে এ দাওয়াত দিতে হবে। প্রয়োজনে উপযুক্ত সময় ও সুযোগ খুঁজে নিতে হবে। অনুকূল পরিবেশ পরিস্থিতি সৃষ্টিও হিকমতের অংশ।

বিভিন্ন হিসাব অনুযায়ী আল্লাহর রাসূলের সাহাবীর সংখ্যা ছিল ১,২০,০০০ (এক লাখ বিশ হাজার) বা এরচে কিছু বেশী। এ বিপুল সংখ্যক ঈমানদারের মধ্যে মাত্র বিশ হাজারের কবর পাওয়া যায় আরব ভূমিতে। বাকি বিপুল সংখ্যক সাহাবী যে কারণে নিজ জন্মভূমি ত্যাগ করেছেন তা আর কিছুই নয়, কেবল দাওয়াতে দ্বীনের কাজেই তারা ছড়িয়ে পড়েছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে।।

এই সংখ্যার আয়াত

- সেইসব লোকের জন্য ধ্বংস ও ক্ষতি অবধারিত যারা অপরের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করে, আর পরনিন্দা চর্চায় পঞ্চমুখ হয়। (সূরা হুমাযা ঃ ১)
- আর জমিনের উপর গর্বভরে চলো না, আল্লাহ কোন আত্ম-অহংকারী দাম্ভিক মানুষকে ভালবাসে না। (সূরা লোকমান ঃ ১৮)

রাসুল (সাঃ) এর প্রতি ভালবাসা

মাহবুবে-খোদা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সকল সৃষ্টির সেরা, সর্বশ্রেষ্ঠ মহা-মানব, নবী-রাসূলগণের সর্দার, আল্লাহ তা'য়ালার সর্বাধিক প্রিয় এবং এমন নিকটতম বন্ধু যে, তাঁকে উপলক্ষ করেই সকল সৃষ্টি। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'য়ালার রহমত লাভ করতে হলে তাঁর প্রিয়তম বন্ধুর দৃষ্টি আর্কষণ করাও অত্যাবশ্যক। দরুদ শরীফ এ মহান উদ্দেশ্যই সাধন করে এবং আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে আমাদের আবেদন-নিবেদন কবূল হতে আর আমাদের জন্য আল্লাহর রহমত মঞ্জুর হতে সহায়তা করে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের নিকট দোয়া-দরুদের মুখাপেক্ষী নন। আমাদের নিজেদের স্বার্থ ও কল্যাণের নিমিত্তেই দরুদ-শরীফ পাঠ করতে হয়।

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণীত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরুদ শরীফ প্রেরণ করবে, আল্লাহ তা'য়ালা তার প্রতি দশবার রহমত নাযিল করবেন এবং তার দশটি গোনাহ মাফ করা হবে, আর তার মান-মর্যাদা দশ গুণ উচ্চ করা হবে।" (তাবরানী)

বাকি অংশ ২য় পাতায়...

রাসুল (সাঃ) এর প্রতি ভালবাসা

১ম পাতার পর...

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণীত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "আমার উপর সর্বাধিক পরিমাণে দরুদ পাঠকারী কেয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে আমার সর্বাধিক নিকটবর্তী হবে।" (তিরমিযী)

প্রিয় নবী হযরত রাসূলে আকরাম (সাঃ) এর নাম উচ্চারণ, শ্রবণ বা আলোচনার সময় প্রত্যেক মুমিনের অন্ততঃ "সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম" দরুদ পাঠ করা অবশ্য কর্তব্য।

"নিশ্চয় আল্লাহ স্বয়ং এবং ফেরেস্তাগন নবী (সাঃ) এর উপর দরুদ পাঠ করে থাকেন; হে মুমিনগণ! তোমরাও তাঁর উপর দরুদ পাঠ করো এবং সালাম প্রেরণ করো।" (সূরা আহ্‌যাব ঃ ৫৬)

সর্বদা পাঠ করার জন্য নিম্নোক্ত দরুদ দুটি শ্রেয়ঃ (১) "সাল্লাল্লাহু আলাইকা ইয়া মুহাম্মাদু" এবং (২) "আল্লাহুমা ছাল্লি আলা ছাইয়াদিনা মুহাম্মাদানিন্নাবিইল উম্মিই ওয়া আলিহি ওয়াছাল্লিম"।।

তাকওয়া কি ও কেন?

এ শব্দটির সরল অর্থ আল্লাহভীতি। সকল ইবাদতের মূল হলো এই তাকওয়া। ঈমানী জীবনের প্রকৃত চেহারা ও এর সৌন্দর্য পরিস্ফুট হয় তাকওয়ার গভীরতার ওপর। যার তাকওয়া যত উন্নতমানের তার জীবন হয় তত সুন্দর ও ঈমানী নূরে আলোকিত। আল কোরআনের সর্বত্রই মুমিনদের গুণাবলী উল্লেখ করার সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকওয়া শব্দটি ব্যবহার করেছেন। ঈমানদারের সকল তৎপরতার পরিচালিকা শক্তি হলো তাকওয়া। সকালে ঘুম থেকে উঠার পর থেকে রাতে ঘুমাতে যাওয়া পর্যন্ত একজন বিশ্বাসীর দিন-রাত ২৪ ঘন্টার যাবতীয় কর্মসূচী প্রণীত হয় এই তাকওয়ার ওপর ভিত্তি করে। কেবল কর্মসূচী প্রণয়ণই নয় এর সফল বাস্তবায়নের পদ্ধতিও তাকওয়ার ওপর নির্ভরশীল।

যেমন ঈমানের দাবীদার দুই ব্যক্তির একজন সকালে ঘুম থেকে উঠেই ফজরের সালাত আদায় করলেন, অন্যজন তা করলেন না। যিনি ফজরের সালাত আদায় করলেন তাকওয়া আছে বলেই তিনি তা করলেন। কিন্তু যিনি তা করেননি ঈমানের দাবীদার হওয়ার পরও বুঝা গেল তার মধ্যে তাকওয়া বা খোদাভীতি সেই পরিমাণ পয়দা হয়নি যেমনটি হলে তিনি যে কোন মূল্যে তা আদায় করতেন। তেমনি এক ব্যক্তি কর্মক্ষেত্রে গিয়ে উপার্জনের সময় হালাল পথে আয় করেন। অন্যজন আয় রোজগারের সময় হালাল হারাম দেখেন না। যে কোন ধরণের আয়ই তার পকেটে চলে যায়। এ ব্যাপারে তার মধ্যে নূন্যতম অনুশোচনা বা পেরেশানী নেই। আয়ের সুযোগ পেলেই তিনি তা লুফে নেন। তাহলে বলা যায়, আয় রোজগারের ক্ষেত্রে প্রথম জনের তাকওয়া থাকলেও দ্বিতীয় জনের নেই। এভাবে জীবনের সর্বক্ষেত্রে মানুষ তার মধ্যে তাকওয়া আছে কি নেই তা নিজেই বিচার ও যাচাই করে দেখতে পারেন। সূরা বাকারার ১০৩ আয়াতে বলা হচ্ছেঃ

"তারা যদি ঈমান আনতো ও তাকওয়া অবলম্বন করতো, তবে আল্লাহর কাছে তার যে প্রতিফল পাওয়া যেতো, তা তাদের জন্য বড়ই কল্যাণময় হতো। তারা যদি এটা জানতে পারতো! "

১৮৩ আয়াতে বলা হয়েছেঃ "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের ওপর রোজা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল। ফলে আশা করা যায়. তোমাদের মধ্যে তাকওয়ার গুণ ও বৈশিষ্ট্য জাগ্রত হবে।" এবং সূরা তাওবার ৪ আয়াতে বলা হয়েছেঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাকওয়াবানদের ভালবাসেন।"

এভাবে আল কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় তাকওয়া অবলম্বন, তাকওয়া অর্জন ও তাকওয়ার ভিত্তিতে ঈমানদারদের কর্ম পরিচালনার জন্য উৎসাহ, আদেশ ও নসিহত করা হয়েছে। ইসলামী সমাজে সকল ঈমানদারই নূন্যতম তাকওয়ার অধিকারী হয়। ঈমানদারের সবচাইতে বড় নৈতিক শক্তি তার তাকওয়া। এ শক্তির বলেই সে দুনিয়ার আর কোন শক্তিকে ভয় করে না। ভয় করে কেবল তার মনিব মহান আল্লাহকে।।

SELF DEVELOPMENT

ইসলামী জীবনের মৌলিক বৈশিষ্টের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নিজের পরিবর্তন। নিজে পরিবর্তন না হয়ে অন্যকে উপদেশ দেয়ার অভ্যেস এমন একটি কর্ম যা দেখে আল্লাহ রাগান্বিত হন। "হে ঈমানদারগন তোমরা কেন এমন কথা বল যা তোমরা নিজেরা করোনা? আল্লাহর নিকট এটা ঘৃনা উদ্রেককারী যে তোমরা বল এমন কথা যা তোমরা করনা।" (সূরা সফ ঃ ২-৩)

দেখা যায় যে কর্তা ব্যক্তিরা পরিবারের উপর আরোপিত আদেশ নিষেধের অধিকাংশ নিজেই মানেননা। ভাসাভাসা জ্ঞান আর লোক মুখে শোনা কিছু নীতিবাক্যকেই আদেশ নিষেধের বলয়ে নিয়ে তা পরিবারের সদস্যদের উপর চাপিয়ে দেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব বিষয়গুলি হয় অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ অথবা জীবনের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এ বিষয়ে কোন জ্ঞানী ব্যক্তি যদি সুস্পষ্ট দলীলের ভিত্তিতে ভুল সংশোধনের উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসেন তখনো ব্যক্তি নিজের অতি সীমিত ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আংশিক জ্ঞানকে বলিষ্ঠ আবেদন নিয়ে প্রতিপক্ষের আন্তরিক সংশোধনী প্রচেষ্টাকে খাটো করে দেন। সুতরাং জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনি নিজে আগে জ্ঞানার্জন করুন। যদি জীবন সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর অনুসারী হয়ে থাকেন তাহলে তা ইসলামের আলোকে জেনে নিন। আপনার চরিত্রের আপত্তিকর দিকগুলো আবিষ্কার করার চেষ্টা করুন। আত্মসমালোচনা করে সেগুলির সংশোধনের পন্থা বের করুন।।

মাতা-পিতা আমাদের বেহেশত এবং দোযখ

"মাতা-পিতা তোমাদের বেহেশত এবং দোযখ।" বলেছেন আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ মোস্তফা (সাঃ)। আল্লাহর ওপর ঈমান আনার পর মুসলিম জনগোষ্ঠীকে যে বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করতে বলা হয়েছে তা হলো পিতামাতার বিশেষ মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে। এটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে পিতামাতাকে অসন্তুষ্ট রাখলে একজন কামেল আবেদ ব্যক্তির জীবনও ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। আল্লাহ পাক আমাদের হুকুম করছেনঃ

"তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ের যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না। তাদেরকে ধমক দিও না বরং তাদের সাথে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা বলো। তাদের সামনে ভালবাসার সাথে, নম্রভাবে মাথা নত করে দাও এবং বলো, হে পালনকর্তা, তাদের উভয়ের প্রতি রহম করো, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩-২৪)

পৃথিবীতে আল্লাহ ও তার রাসূল (সাঃ) এর পর পিতা-মাতার অধিকারই চূড়ান্ত। তাদের অধিকারের পথে অন্য কোন মানুষের বা পরিবারের সদস্যের অধিকার বাধা হওয়ার কোন সুযোগ নেই। "এবং আমরা মানুষকে মাতা-পিতার সাথে সুন্দর আচরণের তাকিদ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্ট করে নিজের পেটে নিয়ে বেড়িয়েছে এবং অত্যন্ত কষ্ট করেই ভুমিষ্ট করেছে এবং পেটে ধারণ করা ও দুধ পান করানোর মুদ্দত হলো আড়াই বছর।" (সূরা আল আহকাফ ঃ ১৫)।

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) এর নিকট জিজ্ঞেস করেন, "আমার সুন্দর আচরণের সবচেয়ে হকদার কে? উত্তরে রাসূল (সাঃ) বললেন, তোমার মা। সে ব্যক্তি বললেন, এরপর কে? রাসূল (সাঃ) বললেন, তোমার মা। এরপর কে? রাসূল (সাঃ) বললেন, তোমার মা। অতঃপর কে? রাসূল (সাঃ) বললেন, তোমার পিতা।" (পিতা-মাতা ও সন্তানের অধিকার পৃঃ ৫০) এখানে সুস্পষ্টভাবে মায়ের অধিকারের কথা নির্দেশিত হয়েছে। মায়ের অধিকারের ব্যাপারে কোন অজুহাত বা বাহানার সুযোগ নেই।

"লোকজন আপনাকে জিজ্ঞেস করে থাকে, আমরা কি খরচ বা ব্যয় করবো? জবাবে বলে দিন, যে মালই তোমরা খরচ করো তার প্রথম হকদার হলো মাতা-পিতা।" (সূরা বাকারা ঃ ২১৫)। মাতা-পিতার জন্য খরচ করতে পারাটা বরং সৌভাগ্যের বিষয়। যদিও কোন কোন মুর্খ চতুর ব্যক্তি এটাকে বিরক্তিকর মনে করে।

একবার এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নিকট অভিযোগ করলো, "হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা খারাপ মেজাজের মানুষ। প্রিয় নবী (সাঃ) বললেন, নয় মাস পর্যন্ত অব্যাহতভাবে যখন সে তোমাকে পেটে ধারণ করে ঘুরে বেড়িয়েছে, তখনতো সে খারাপ মেজাজের ছিল না। সে ব্যক্তি বললো, আমি সত্য বলছি, তিনি খারাপ মেজাজের। রাসূল (সাঃ) বললেন, তোমার খাতিরে সে যখন রাতের পর রাত জাগতো এবং নিজের দুধ পান করাতো, সে সময়তো সে খারাপ মেজাজের ছিল না। সে ব্যক্তি বললো, আমি আমার মায়ের সেই সব কাজের প্রতিদান দিয়ে ফেলেছি। রাসূল (সাঃ) বললেন, তুমি কি সত্যই প্রতিদান দিয়ে ফেলেছো? সে বললো, আমি আমার মাকে কাঁধে চড়িয়ে তাঁকে হজ্জ করিয়েছি। প্রিয় নবী বললেন, তুমি কি তাঁর সেই কষ্টের বদলা বা প্রতিদান দিতে পারো, যা তোমার ভূমিষ্ঠ হবার সময় সে স্বীকার করেছে?"

আমরা যদি আমাদের সৎ কাজগুলোকে নষ্ট করতে না চাই তাহলে অবশ্যই আমাদের আব্বা আম্মার দিকটি খেয়াল রাখতে হবে। বিশেষ করে ভাইবোনদের মনোমালিন্যের খেসারত অনেক সময় অসহায় পিতা-মাতাকে দিতে হয়। এ রকমও দেখা যায়- পিতা মাতা নামক বোঝা কে কয়দিন অতি কষ্টে বহন করবে তা নিয়ে দর কষাকষি হয়। এরা হতভাগ্য সন্তান। এদের আল্লাহ সুমতি দান করুন।।

চলবে......

হালাল ইনকাম ফরয

প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য হালাল রুজির সন্ধান করা অবশ্য কর্তব্য। কেননা হালাল সম্পদ বা খাদ্যই হলো ইবাদত কবুলের শর্তসমূহের মধ্যে অন্যতম শর্ত। হালাল উপায়ে অর্জিত ও শরীয়ত অনুমোদিত সম্পদ বা খাদ্য গ্রহণ ছাড়া আল্লাহর দরবারে কোন ইবাদতই কবুল হবে না। হালাল খাদ্য ভক্ষণ করা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনুল কারীমে বলেন ঃ

"হে মানব মন্ডলী! পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু সামগ্রী ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা বাকারা ঃ ১৬৮)।

"হে ঈমানদারগণ! আমি তোমাদেরকে যে সকল পবিত্র বস্তু জীবিকারূপে দান করেছি, তা হতে ভক্ষণ কর এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা একান্তভাবে তারই ইবাদত কর।" (সূরা বাকারা ঃ ১৭২)।

"হে নবী! তাদের বল, আমার আল্লাহ যেসব জিনিস হারাম করেছেন তাতো এই নির্লজ্জতার কাজ প্রকাশ্য বা গোপনীয় এবং গুনাহের কাজ ও সত্যের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি।" (সূরা আরাফ ঃ ৩৩)

"আল্লাহ ব্যবসাকে করেছেন হালাল এবং সুদকে করেছেন হারাম।"(সূরা বাকারা ঃ ২৭৫)

আসুন ক্যাশ ইনকামকে হালাল করি

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "শরীরের যে অংশ হারাম খাদ্যে প্রতিপালিত হয়েছে, তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর হারাম খাদ্যে বর্ধিত প্রতিটি মাংসপিন্ড জাহান্নামের-ই যোগ্য।" (আহমদ, দারেমী, বায়হাকী)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "মানব জাতির কাছে এমন একটি যমানা আসবে, যখন মানুষ কামাই রোযগারের ব্যাপারে হালাল-হারামের কোন পরওয়া করবে না।" (বুখারী)

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সাঃ) বলেছেন, "হারাম পথে সম্পদ উপার্জন করে বান্দা যদি তা দান করে দেয় আল্লাহ সে দান গ্রহণ করেন না। প্রয়োজন পূরণের জন্যে সে সম্পদ ব্যয় করলেও তাতেও কোন বরকত হয় না। সে ব্যক্তি যদি সে সম্পদ রেখে ইন্তিকাল করে তা জাহান্নামের সফরে তার পাথেয় হবে। আল্লাহ অন্যায় দিয়ে অন্যায়কে মিটান না। বরং তিনি নেক কাজ দিয়ে অন্যায়কে মিটিয়ে থাকেন। নিশ্চয়ই মন্দ মন্দকে দূর করতে পারে না।" (মিশকাত)

যারা ক্যাশ ইনকাম করেন মনে রাখবেন এখানে সরকারের হক রয়েছে, অর্থাৎ ইনকাম ট্যাক্স। জনগন থেকে ট্যাক্স নিয়েই সরকার নানারকম নাগরিক সুবিধা দিয়ে থাকে। আপনার আয়কে যদি পরিপূর্ণ হালাল করতে চান তাহলে প্রতিবছর ট্যাক্স ফাইলের সময় তা declare করুন এবং সরকারের অংশ সরকারকে দিয়ে দেন। সবচেয়ে ভাল হয় ক্যাশ এ কাজ না করা এবং Employer কে ও ট্যাক্স ফাঁকী দেয়ার সুযোগ না দেয়া। একা একা গভীরভাবে চিন্তা করুন আপনার আয়ে কোন অবৈধ পয়সা ঢুকে যাচ্ছে কিনা !!!

কোরআন বুঝে পড়ুন

আল-কোরআন নামক সর্বশেষ কিতাব জীবন পরিচালনার জন্য একটি পরিপূর্ণ গাইডলাইন। এর পরিপূর্ণ ব্যবহারই প্রকৃত সুফলের নিশ্চয়তা বিধান করে। আংশিক অনুসরণ ইহকালীন লাঞ্ছনা ও পরকালীন আযাবের সুসংবাদ প্রদান করে। এ ব্যাপারে আল্লাহ মানুষকে আগেই সতর্ক করে দিয়েছেন এই বলে যেঃ

"তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ মানবে আর কিছু অংশ অস্বীকার করবে? জেনে রাখ, তোমাদের মধ্যে যাদেরই এরূপ আচরণ হবে তাদের এতদ্ব্যতীত আর কি শাস্তি হতে পারে যে তারা পার্থিব জীবনে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে থাকবে এবং পরকালে তাদেরকে কঠোরতম শাস্তির দিকে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ অবগত আছেন।" (সূরা আল বাকারা ঃ ৮৫)

এধরণের সুস্পষ্ট কঠোর হুঁশিয়ারী সত্বেও শুধু না জানার কারণে আমরা ক্রমাগত আল্লার কিতাবের প্রতি হাস্যকর আচরণ করেই যাচ্ছি। এ কিতাবকে সখিনা খতম আর ইয়াসীন পাঠ করার জন্য ব্যবহার করে যাচ্ছি। যে কিতাব আমাদের যাবতীয় - আসমানী ও জমিনী সফলতায় শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদায় ভূষিত করতে পারত সেটির কাছ হতে আমরা শুধু সামান্য সওয়াব আদায়ের জন্য আর মৃতের কুলখানির জন্য ব্যবহার করছি। অথচ এটি বিস্তারিত অর্থসহ পড়ে আমাদের জেনে নেয়া উচিত কিভাবে আমরা একটি সোনালী সমৃদ্বশালী জীবন গড়তে পারি যা আমাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের সুস্পষ্ট সফলতার গ্যারান্টি দিতে পারে। আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেছিলেনঃ "হে নবী! তোমার প্রতি কোরআন এইজন্য নাজিল করিনি যে ইহা সত্ত্বেও তুমি হতভাগ্য হয়ে থাকবে।" (সূরা ত্বহা ঃ ২)

আসুন আমরা আল্লার সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত আল-কোরআন বুঝে পড়ার চেষ্টা করি, রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সুন্নত বিস্তারিত পড়ে জেনে নিই – কিভাবে একটি উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন সুখী সমৃদ্ধ পরিবার ও সমাজ গড়তে পারি। আল্লাহ আমাদের তার দ্বীনকে পরিপূর্ণভাবে জেনে এর পূর্ণ অনুসরণের তৌফিক দিন। ইহকালীন লাঞ্ছনা ও পরকালীন আযাব হতে পরিত্রান দিন।

যথেষ্ট পরিমান অধ্যায়নের পর সওয়াবের উদ্দেশ্যে বা কোরআনের মর্মবানী হতে ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে, কোরআনের প্রতি আপনার শ্রদ্ধা ও এর মরতবা উপলব্ধি করে যদি তিলাওয়াত করতে চান তাহলে কোন দোষ নেই। কিন্তু এ বোকামী করবেন না – দোকানে গিয়ে বলা যে ভাই বাইরে দেখলাম Buy One Get One Free সাইনবোর্ড। তো আমাকে ফ্রীটা দিয়ে দিন। শুধু তিলাওয়াতকারীদের অবস্থা অনেকটা সেরকম। অসুস্থ হওয়ার পর ডাক্তার যে প্রেসক্রিপশন দেন তা দশ হাজার বার পড়লে (অর্থাৎ তিলাওয়াত করলে) কি আপনার অসুখ সাড়বে? মোটেও না। আপনাকে ঐ ঔষধগুলি কিনে গলধঃকরণ করতে হবে। তাহলে কেবল আপনি রোগমুক্তির আশা করতে পারেন। আল-কোরআন হলো জীবনের সকল সমস্যার প্রেসক্রিপশন। এটা অধ্যায়ন করে অনুধাবন করে এর শিক্ষা কাজে লাগানোর জন্য কোরআন পাঠানো হয়েছে। আপনি যদি অর্থ ছাড়া এটা কেবল রিডিং পড়ে যান তাহলে এটা কোরআন পাঠানোর মূল লক্ষ্য ব্যর্থ করে দেবে। তাই আজই অর্থসহ কোরআনের তাফসীর সংগ্রহ করুন এবং প্রতিদিন ১৫ মিঃ থেকে ১ ঘন্টা নিয়মিত অধ্যায়ন করুন এবং কোরআনের আলোকে জীবনকে গড়ে তুলুন।।

আপনার সন্তানকে কি শিক্ষা দিবেন?

(ধারাবাহিক পর্ব)

জ্ঞান অর্জন ফরজ ঃ ঈমানের অন্যতম দাবী হলো দ্বীনের জ্ঞানার্জন করা। আপনার যদি নূন্যতম জ্ঞানই না থাকে তাহলে কিভাবে নিজ পরিবারকে দ্বীনের আলোকে গাইড করবেন? কিভাবে সন্তানদের অন্তরে সামান্য হলেও দ্বীনের আলো ঢুকাবেন? যুগ পরিবর্তন হয়ে গেছে। আপনার ভাসাভাসা আর আবোল তাবোল দ্বীনি জ্ঞান দিয়ে উঠতি বয়সের সন্তানদের বুঝ দিতে পারবেন না। তারা এখন লজিক চায়, তারা দ্বীনের ইনটেলেকচুয়াল ব্যাখ্যা চায়। গোটা কোরআনে সকল মৌলিক সমস্যার সমাধান আছে। সামাজিক, রাষ্ট্রিয় ও আন্তর্জাতিক জটিল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীগণ সারাজীবন চেষ্টা করে একটি সমস্যার যে সমাধান দিয়েছেন, আল-কোরআনে মাত্র এক দুই শব্দে বা এক লাইনে সে সমস্যার নির্ভুল সমাধান দিয়ে দিয়েছে।

আপনাকে আমাকে কষ্ট করে কিছু তাফসীর, হাদীস গ্রন্থ, হারাম হালালের বিধান সম্বলিত পুস্তক, কিছু ইসলামী সাহিত্য, রাসূলের জীবনি, সাহাবীদের জীবনি ইত্যাদি যোগাড় করে অধ্যায়ন করে নিতে হবে। নিজে পড়ার সময় না থাকলেও অন্তত সংগ্রহ করে ঘরে বুকশেলফে রাখুন। তাহলে পরবর্তী জেনারেশনকে দ্বীনের চির-আধুনিক চিত্রটি তুলে ধরা সম্ভব হবে। তা নাহলে আপনার আমার চরম সীমবদ্ধতা ও কেবল বাপদাদার রসম রেওয়াজ মার্কা জ্ঞান দিয়ে আমরা আমাদের পরবর্তী বংশধরদের দ্বীন হতে দূরে ঠেলে দেবো কারণ এখন তারা ইন্টারনেটকেই সকল রিক্রিয়েশনের আঁধার মনে করে, বলিউড আর হলিউডকে সকল বিনোদনের পবিত্র হেড কোয়ার্টার মনে করবে। টিভি চ্যানেল গুলোকে একমাত্র সুস্থ স্বাভাবিক শিক্ষার উৎস মনে করবে, কেনেডিয়ান আইডল আর এমেরিকান আইডল কে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ও অবশ্যই দর্শনীয় অনুষ্ঠান মনে করবে। ইউরোপ আমেরিকাকে সভ্যতা আর মানবাধিকারের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত তীর্থস্থান মনে করবে। আসুন জ্ঞানের সবচাইতে বিশুদ্ধ মাধ্যম কোরআন হতে যাবতীয় সবকিছু জানার ও বুঝার চেষ্টা করি।

রাসূলুল্লাহর সুন্নাহ হতে কোরআনের ব্যাখ্যা ও বাস্তব এপ্লিকেশনস জেনে নেই। কোরআনের তাফসীর পড়ুন, রাসূলের জীবনি পড়ুন, সাহাবীদের জীবনি পড়ুন, বর্তমান বিশ্বেও সর্বজনগ্রাহ্য ইসলামিক বিশেষজ্ঞদের সাহিত্য পড়ুন, দেখবেন জীবনের নুতন অর্থ খুঁজে পাবেন। জীবনকে নূতনভাবে উপভোগ করবেন। বুঝবেন জীবন মানে কেবল সকালে ঘুম চোখে অফিসে দৌড়ানো নয়। জীবন মানে কেবল সংসারের ঘানি টানা নয়। জীবন মানে শুধু অর্থ কামাই নয়।

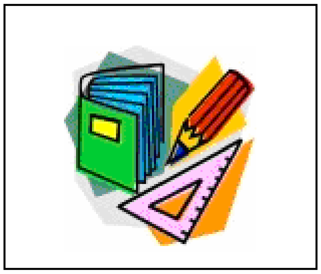

এর বাইরে জীবনের বিশাল ক্ষেত্র রয়ে গেছে। সেগুলি আরো আনন্দদায়ক, আরো চ্যালেঞ্জিং, আরো কালারফুল। বুঝবেন আসল মানবপ্রেম কাকে বলে। দেখবেন দুনিয়াটা কতগুলি সূদী মহাজনের নেতৃত্বে চলছে। বুঝবেন তারা আমাদের যে মূল্যবোধ গলাধঃকরণ করাচ্ছে তা কতগুলি অখাদ্য আর কুখাদ্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধ রয়েছে আলকোরআনে। মানুষ পরিচালনার জন্য রয়েছে উন্নত মানবিক পদ্ধতি। তখন আফসোস করবেন বর্তমানের অর্থহীন বস্তুপূজার জন্য। সময় নষ্ট করার অভিযোগে নিজেকে তিরস্কার করবেন। দ্বীনের বিশাল এ নিয়ামত হতে বঞ্চিত করার জন্য নিজেকে ভৎসনা করবেন। তখন কেবল যাকাত আদায়ে সন্তোষ্ট থাকবেননা। বরং আল্লাহর পছন্দনীয় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সদাকার জন্য মন কেঁদে উঠবে। কেবল ৩৩ পেয়ে পাশ করার ছোট মনের চিন্তা হতে বেরিয়ে লেটার মার্কস পেয়ে আল্লাহর প্রিয় হবার লোভনীয় বাসনা জাগবে। দেখবেন জীবনের রুটিন ও স্টাইল আগাগোড়া পরিবর্তন হয়ে গেছে। আল্লাহ আমাদের তৌফিক দিন। চলবে...

আপনার স্ত্রীর অধিকার

“হে মুসলিম জনতা! স্ত্রীদের অধিকার সম্পর্কে তোমরা আল্লাহকে অবশ্যই ভয় করতে থাকবে। মনে রেখো, তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানত হিসাবে পেয়েছ এবং আল্লাহর কালামের সাহায্যে তাদের ভোগ করাকে নিজের জন্য হালাল করে নিয়েছ” (আবু দাউদ, মুসলিম) ।

আপনার স্ত্রী আপনার শ্রেষ্ঠ বন্ধু। আপনার জীবন সঙ্গিনী। তিনি আপনার শরীরের অংশ হয়ে গেছেন। তার সকল দায় দায়িত্ব এখন আপনার হাতে। তিনি আপনার শ্রেষ্ঠ পরামর্শক। বিপদে আপদে আপনি যখন দিশা হারিয়ে ফেলেন ঠিক তখনই আপনার স্ত্রী আপনাকে প্রশান্তি দানে সহায়ক শক্তি। আপনি তার রক্ষক (সূরা আল-মায়িদাঃ ৫)। বিয়ের মাধ্যমে আপনারা একটি সুরক্ষিত দূর্গে প্রবেশ করলেন। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা। (সূরা নিসা ঃ ২৫)। আপনি পছন্দ করেন আর না করেন কোন বিষয়ই আর একান্ত আপনার থাকবেনা। একজন জীবন সঙ্গী এখন হতে আপনার বিভিন্ন বিষয়ে বৈধ অধিকারেই নাক গলাবেন। আপনার সুখ দুঃখ সব কিছুতেই তিনি অংশীদার। তাকে এড়িয়ে চলার মধ্যে আপনার কোন কল্যান নেই।

বাকি অংশ ৬ষ্ট পাতায়...

আপনার স্ত্রীর অধিকার ঃ ৫ম পাতার পর...

তিনি সুন্দরী না কুৎসিত বিয়ের পর তা হিসেব করার কোন সুযোগ নেই, তিনি দ্বীনদার না বেদ্বীন তা না দেখে কিভাবে দুজনে একটি দ্বীনদার পরিবার গঠন করতে পারেন সে প্রচেষ্টায় সময় ব্যয় করা বাঞ্চনীয়।

আপনার স্ত্রীর অধিকারের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হলো ভাল ব্যবহার। তিনি আপনার একান্ত নিকটজন এবং সবচাইতে ভাল ব্যবহারের হকদার। তার সীমাবদ্ধতার কথা স্মরণে রেখে দূর্বলতাগুলোকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখাও তার অধিকারের অন্তর্ভূক্ত। আপনার স্ত্রী আপনার অনাগত সন্তানদের বুনিয়াদী শিক্ষক। আপনি যখন রুজি রোজগারে ব্যস্ত থাকবেন তখন আপনার সন্তানদের শিক্ষা, নৈতিকতা, দ্বীনসহ সকল মৌলিক বিষয়ের একমাত্র নিয়ন্ত্রক আপনার স্ত্রী। তাহলে বুঝতে পারছেন কি পরিমান গুরুত্বের অধিকারী আপনার স্ত্রী। আপনার স্ত্রীর অধিকারের মধ্যে অন্যতম হলো তাকে আপনার যাবতীয় বিষয়ে অংশগ্রহণ করানো। অর্থাৎ কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাকে অন্ধকারে না রাখা। বিশেষ করে সামাজিক, পারিবারিক, আপনার চাকুরী, পদোন্নতি, অবনতি, চাকুরীচ্যুতি ইত্যাদি বিষয়ে তাকে অবহিত করুন। আপনার অনুপস্থিতিতে তার সময়গুলি যেন ভাল কাজে কাটে সে ব্যবস্থা করুন। কোরআনের তাফসীর, হাদিসগ্রন্থ, ইসলামী সাহিত্য, শিক্ষনীয় গল্পের বই, সাহাবাদের জীবনী, শিশু শিক্ষার উপর বিভিন্ন বই, Islamic CD-DVD ইত্যাদি দিয়ে নিজ ঘরে একটি ক্ষুদ্র পাঠাগার বানিয়ে ফেলুন। অবসরে তিনি জ্ঞানার্জন করতে পারবেন।

স্ত্রীর জন্য আপনার পিতামাতার স্নেহ ও ভালবাসা নিশ্চিত করুন। ইসলাম শ্বশুর শাশুরীদের কোন ভাবেই ছেলের বউয়ের সাথে খারাপ আচরণের অনুমতি দেয়না। আপনার পিতামাতা আপনাকে যা ইচ্ছা তা বলার অধিকার রাখেন। তাদের সকল বৈধ নির্দেশ শুনতে আপনি বাধ্য। কিন্তু গায়ের জোরে আপনার পিতামাতার কোন নির্দেশ শুনতে আপনার স্ত্রী বাধ্য নন। সুতরাং সকলে তার নিজস্ব সীমা পরিসীমার মধ্যে থেকে ভূমিকা পালন করলে শান্তি বজায় থাকে। স্ত্রীগণ যদি স্বামীর পিতামাতাকে নিজের পিতামাতার মত সম্মান করে তা সকলের জন্য সুখকর। সংসার একটি সুন্দর বাগানে পরিনত হবে। এতে সবচাইতে বেশী খুশী হবেন স্বামী। সুতরাং স্ত্রীগণও বিষয়টি বুঝে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন পরিচালনা করবেন।।

কৃত্রিম মর্যাদা চর্চা

এ সমস্যাটি কোন এক জনগোষ্ঠির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ব্যক্তি, পরিবার, প্রতিষ্ঠান, সমাজ, রাষ্ট্র সকলেই এ রোগে আক্রান্ত। এ মহামারী হতে প্রবাসী বাংলাদেশী পরিবারগুলো মুক্ত নয়। আমরা সকলে কমবেশী কৃত্রিম মর্যাদা রক্ষার চেষ্টায় ব্যস্ত। কিন্তু এ রোগের তীব্র মাত্রা মানুষের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির দ্বন্দ বা ঝগড়া, পরিবারের সাথে অপর পরিবারের অসৎ প্রতিযোগিতা, বন্ধুর সাথে অপর বন্ধুর লড়াই ইত্যাদি সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করে। মানুষ অযথা এর পেছনে সময়, শ্রম ও মেধা ব্যয় করে। এর বিভিন্ন রূপ ও ঢং আছে। পুরুষের রোগ নারীরটি হতে ভিন্ন। ছোটদেরও আবার বড়দের চাইতে অন্যরকম। কিন্তু যে রূপে আর ঢং এ হোকনা কেন এ ব্যাপারে সীমালংঘন কোন ভাবেই ভাল নয়। মানুষ যখন মানুষের উপর শ্রেষ্ঠত্যের লড়াইয়ে লিপ্ত হয় ঠিক তখনই কৃত্রিমতা নামক উপসর্গ ঝেকে বসে। মন মস্তিস্ককে আচ্ছাদিত করে এক অপ্রয়োজনীয় অদৃশ্য যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ব্যক্তির ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে অসৎ পন্থা অবলম্বন করতে হয়। চুরি, ঘুষ, অবৈধ উপায়ে অর্থ রোজগার, অন্যায় আচরণ ইত্যাদি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পরে।

এ রোগে তুলনামূলক মহিলারা বেশী আক্রান্ত হয়। কার শাড়ী কত সুন্দর, কার গহনা কত দামী, কে কোন শপিং মল হতে বাজার করেন, কে কোন ব্রান্ডের পোশাক পরিধান করেন, কার স্বর্ণের চেইনে কয়টা ডায়মন্ড আছে ইত্যাদি ধরণের কৃত্রিম মর্যাদার চর্চা প্রায়ই দেখা যায়। আফসোসের বিষয় এ চর্চা কেবল বলা কওয়া আর দেখানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনা। এক অঘোষিত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন সংশ্লিষ্ট মহিলারা। সমাজে বসবাসকারী অন্য মহিলারা ক্রমান্বয়ে এ প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়। এর অসৎ দিকটি স্বামীদের উপরও প্রভাব বিস্তার করে। মহিলারা অন্ধ হয়ে যান। স্বামীকে মৃদু হতে কড়া চাপ দিতে থাকেন। উমুক গয়নাটি আমার চাই তানাহলে আমি কিভাবে মুখ দেখাবো, উমুক মডেলের গাড়ীটি আমাদের এ মাসেই কিনতে হবে ইত্যাদি বাগাড়ম্বড়তা। কোন কোন স্বামী এগুলোকে মুখ বুঝে সহ্য করেন আবার কেউ কেউ প্রতিবাদ করেন, বাকবিতন্ডা করে ঘরের শান্তির বিনিময়ে বাইরের সৌন্দর্য কিনে নেন।

অথচ প্রতিযোগিতা হওয়ার বিষয় ছিল কে কত বেশী সদাকা করেছে? কে তার দামী হারটি বিক্রি করে দেশে একজন ইয়াতীমের বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন? কে এ বছর একটি গরীব মেয়ের পড়ালেখার ব্যবস্থা করেছে? কে তার বেতনের একটা পারসেন্টেজ সদাকার জন্য আলাদা করে রেখে দিয়েছেন। ইত্যাদি। অবশ্য কোন কোন মায়েরা এগুলি করে থাকেন। অন্যরা যদি ধীরে ধীরে এ বিষয়গুলিকে প্রতিযোগিতার বিষয় বানিয়ে আনেন তাহলে গয়নার প্রতিযোগিতার স্থলে সদাকার প্রতিযোগিতা চালু হবে, শাড়ীর প্রতিযোগিতার স্থলে ইয়াতীমের বিয়ের ভার গ্রহণের প্রতিযোগিতা শুরু হবে। এভাবে সমাজ ও কম্যুনিটির লোকরা উপকৃত হবে। জীবন সুন্দর হবে। কৃত্রিমতা দূর হবে। পারস্পরিক বিশ্রী প্রতিযোগিতা শ্রদ্ধা ও খাঁটি ভালবাসার রূপ নেবে।।

একটি ঘটনা এবং সমাধান

ঘটনাঃ দীর্ঘদিন দেশে জীবন যাপনের পর গরমী ও শীতি (ছদ্ম নাম) নামক যুগল বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মধ্যে জীবন কাটাচ্ছেন। একরাশ উদ্দীপনা ও উৎসাহ নিয়ে তারা সুদূর বাংলাদেশ হতে কানাডায় পাড়ি জমিয়েছেন নিজের ভাগ্য বদলানোর জন্য, জীবনের মান উন্নত করার স্বপ্নে। কিন্তু কানাডায় এসে কঠিন বাস্তবতার নিষ্পেসনে তাদের স্বপ্ন পূরণ থমকে যায়। অবস্থা বুঝে উঠার আগেই তারা দিশেহারা হয়ে যান। কেবল কোন রকম বেঁচে থাকার জন্য গরমী (স্বামী) তার মেধা ও যোগ্যতার সাথে সম্পূর্ণ অসাম্যঞ্জশীল চাকুরী শুরু করেন। গরমী নিজের আয় দিয়ে মোটামুটি সংসার চালিয়ে আসছিলেন। মাস কয়েক পর শীতি কাজ শুরু করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। স্বামীর অনুমতিতে তিনি একটি কাজও নিয়ে নেন। বছর খানেক গরমী ও শীতি তাদের জীবনকে একটা সুন্দর অর্থনৈতিক ভীতের উপর নিয়ে আসেন। তাদের মুখে কিছুটা হাসি আর স্বস্তির ভাব অনুভূত হয়। কিন্তু এ স্বস্তির আমেজ অর্জনে এ যুগল এমন কিছু জিনিস হারাতে শুরু করে যা পৃথিবীর কোন সম্পদ দিয়ে কেনা যায়না। গরমী ও শীতির মাঝে ক্রমান্বয়ে দূরত্ব সৃষ্টি হতে থাকে।

গরমী ও শীতি উভয়ে মানবিক দুর্বলতার কাছে হার মেনে যায়। দুজনের কারোরই শক্ত কোন নৈতিক ভিত্তি ছিল না যা দিয়ে তারা সে সমাজের অশুভ উপাদানগুলির মধ্যে থেকেও নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রাখতে পারত। ফলে সুন্দর সংসারে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে থাকে। দুজনের উষ্ম সম্পর্ক ধীরে ধীরে শীতল হতে থাকে। অবস্থার অধোগতি অবশেষে বাহ্যিক উপাদানের উপস্থিতি স্পষ্ট করে তোলে। অর্থাৎ গরমী ও শীতির সবচাইতে স্পর্শকাতর বিষয় বৈবাহিক জীবনের উপর চরম পরীক্ষা নেমে আসে। তাদের দুজনের ভেতর তৃতীয় পক্ষের অস্তিত্ব প্রকাশ হয়ে পরে (অর্থাৎ পরকিয়া)। উভয়ের সম্পর্ক ধীরে ধীরে লুজ হতে থাকে। ক্রমান্বয়ে পরিস্থিতি গরম হয়ে উভয়ের মনস্তত্ত্বিক যুদ্ধ হতে শুরু করে বাক বিতন্ডা ইত্যাদি চলতে থাকে। প্রায় বছর খানেক এভাবে চলতে থাকে। এর মধ্যে এমন সব কদর্য ঘটনা ঘটতে থাকে যা আমরা এখানে লিখলাম না। সর্বশেষ পরিনতি হয় ভয়াবহ। নিজেদের সহবস্থান অসম্ভব হয়ে পরে। একদিন সবকিছু ঠান্ডা হয়ে যায়। সকল কিছুর ইতি টেনে তারা আইনগত ভাবে নিজেদের সম্পর্ক ছিন্ন করে। এভাবে শেষ হয় এক করুণ অধ্যায়ের।

ঘটনা হতে শিক্ষা ও সমাধানঃ

পারিবারিক শিক্ষা একজন মানুষের ভীত তৈরী করে। এ শিক্ষা এত শক্তিশালী যা একজন ব্যক্তির সারাজীবনের জন্য দিকনির্দেশনার কাজ করে। পিতামাতারা ছোটকাল হতে সন্তান-দের এসব শিক্ষা দিয়ে থাকেন। দু/একটি ব্যতিক্রম ছাড়া এ শিক্ষাই মানুষকে বাস্তব জীবনোপযোগী করে তোলে। ফলে ব্যক্তি তার শিক্ষাজীবন, কর্মজীবন, বৈবাহিক জীবনসহ জীবনের সকল অধ্যায়ে এ মৌলিক শক্তিকে কাজে লাগায়। সর্বপর্যায়ে এর ছাপ পরিলক্ষিত হয়।

আমরা এখন গরমী ও শীতির জীবনে ফিরে যাই। অপেক্ষাকৃত দূর্বল চিত্তের অধিকারী গরমী ও শীতি যথেষ্ট চেষ্টা করেও নিজেদের রক্ষা করতে পারেননি। এ অবস্থায় আসলে তেমন কিছু করার থাকেনা। আমরা বিশ্বাস করি এ যুগলের আশে পাশের হিতাকাংক্ষীরা শত চেষ্টা করেছেন আপোষরফার জন্য। কিন্তু তাদের সকল প্রচেষ্টা গরমীর গরমকে শীতল করতে আর শীতির বরফকে উষ্ম করে সমঝোতায় আসতে ব্যার্থ হয়েছে।

এসব স্পর্শকাতর বিষয়ে সবচাইতে বেশী ভূমিকা পালন করতে হয় নির্দোষ পক্ষের। যে পক্ষ একটি চরম ভুলের মাধ্যমে একটি পরিবারকে ধ্বংসের দ্বারে এনে দিল সে পক্ষ সঠিক মানবিক পর্যায়ে থাকেননা। তিনি এমন এক পশুতে পরিনত হন যার নিকট কোন যুক্তি, উপদেশ, ভয়, ভীতি বিছুই কাজ করে না। আর এটা পশুর স্বভাব। সুতরাং অপেক্ষাকৃত নির্দোষ পক্ষকে মানবীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে।

নির্দোষ পক্ষ যদি নারী হয় তাহলে তার যে Built-in শক্তি আমাদের প্রভু মহান আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন সেটাই প্রতিপক্ষকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা উজ্জল করে দেয়। বিশেষত নারী আল্লাহর এমন এক সৃষ্টি যারা পৃথিবী ভাঙ্গা ও গড়ার পেছনে সকল কলকাঠি নাড়ায়। সম্ভবত এ দুনিয়ায় মানুষের মধ্যে নারীই সবচাইতে শক্তিশালী। তার অস্ত্র নিউক্লিয়ার বোমের চাইতে শক্তিশালী। তার ধ্বংসের শক্তি ডিনামাইটের চাইতে বহুগুণ বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে। এমন শক্তির অধিকারী নারী পারে একটি পরিবারকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দিতে। পুরুষের সকল ক্লান্তি আর অশান্তি নারীর একটি সুন্দর ভাষণে দূর হয়ে যেতে পারে। আবার নারী চাইলে তার স্বামী সন্তানকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরাতে পারে। সংসারকে জাহান্নাম বানাতে পারে।

বোনদের প্রতি অনুরোধ, আপনার স্বামীকে বুঝুন। আল্লাহকে ধন্যবাদ জানান যে তিনি আপনাকে নারী হিসাবে সৃষ্টি করে পুরুষকে নিয়ন্ত্রন করার সকল কলা কৌশল বিনা শ্রমে দিয়ে দিয়েছেন। বলুন আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহর দেওয়া আপনার সকল শক্তিকে ধার দিয়ে নিন। আপনার ছুরিকে এমন ধারাল করে নিন যার সামনে সকল অপশক্তি, অপকর্ম আর অপচিন্তা দূর হয়ে যায়। আপনার জবানীকে এমন প্রভাবক হিসেবে তৈরী করুন যাতে আপনার পথভ্রষ্ট স্বামীর মাথায় যে শয়তান ঢুকেছে সে কেঁপে উঠে। ধৈর্যকে এমন ভাবে শান দিন যাতে

বাকি অংশ ৮ম পাতায়...

একটি ঘটনা এবং সমাধান

৭ম পাতার পর...

পাহাড় পরিমান বাঁধা ও জটিলতা আপনাকে টলাতে না পারে। শয়তান আপনার স্বামীকে ছিনিয়ে নেওয়ার যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে তা গ্রহণ করুন। শয়তানের বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু করুন। নিজেকে কোরআনী অস্ত্রে সজ্জিত করুন। পড়ে দেখুন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর স্ত্রীগণ কিভাবে জীবনের ঘাত প্রতিঘাত দূর করেছেন। দেখুন কিভাবে মহিলা সাহাবীগণ তাদের স্বামীদের মন জয় করেছেন। ইসলামের সুমহান আদেশ নিষেধগুলি বুঝার চেষ্টা করুন। দেখবেন আপনার মধ্যে এত অজেয় শক্তির পয়দা হয়েছে, যে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ভয় পায়না। দেখবেন আপনার মন সাগর মহাসাগরের চাইতে উদার হয়ে গেছে। ধরুন আপনার স্বামীকে কোন দূরাচার নারী খারাপ পথে নিয়ে গেছে। চিন্তা করুন কোন্ সে শক্তির বলে এটা সম্ভব হয়েছে? যদি সে নারী আপনার স্বামীকে নারীসুলভ অস্ত্র দিয়ে খারাপ পথে আকৃষ্ট করে তাহলে আপনার করণীয় সেসব অস্ত্রকে সঠিক পথে ব্যবহার করে স্বামীকে সুপথে নিয়ে আসা।

সকল বোনের প্রতি আবেদন যতদিন সম্ভব স্বামী স্ত্রীর খারাপ সময়ে তৃতীয় পক্ষকে হাজির করাবেন না। তৃতীয় পক্ষের তখনই প্রয়োজন যখন সব শেষ হয়ে যায়। শালিশের তখনই প্রয়োজন যখন কোন পক্ষই আপোষ চায়না। যখন কোন পক্ষই অধিকার ত্যাগ করতে চায়না। আপনাকে আল্লাহ যে অস্ত্র দিয়ে দিয়েছেন স্বামী বা সন্তানকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করার জন্য তা যথেষ্ট ইনশাআল্লাহ। স্বামী ও সন্তানদের স্বার্থে নিজের অহমকে টুটি চেপে ধরুন, একটি পরিবারকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করার জন্য নিজের অধিকার ত্যাগ করুন, নিজের অহঙ্কারকে আমলে নিয়ে সন্তানকে পিতার স্নেহ হতে বঞ্চিত করবেন না। কেবল নিজের মুখ আর সামাজিক স্টেটাস রক্ষার জন্য স্বামীকে তার ভুলের উপর ছেড়ে দেবেননা। আপনি যদি সত্যই এ কাজগুলি করতে পারেন তাহলে আপনার স্বামীর মাথায় যে ভূত ঢুকেছে তা শীঘ্রই বের হয়ে যাবে। তিনি খুব তাড়াতাড়ি নিজের ভুল বুঝতে পেরে আপনার কাছে ছুটে আসবে। তখন তাকে ভৎসনা না করে বুকে তুলে নিন। সব ভুলে গিয়ে দূর্ঘটনা হতে শিক্ষা নিয়ে নূতন করে জীবন শুরু করুন। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমিন।।

✂যখনই কোন ফুড কিনবেন অবশ্যই Ingredients দেখে নিবেন। এই লিস্ট কপি করে বিলি করতে পারেন এবং একটা কপি সবসময় পকেটে রাখুন

Haraam Food Ingredients

Animal shortening	Investigate	
Collagen (Pork)	Haraam	*Animal fat shortening can be from beef fallow or lard. If it is from lard, then it is Haraam. If it is from beef fallow, then the animal has to have been slaughtered Islamically, otherwise it is Haraam.
Diglyceride (animal)	Haraam	
Enzyme (animal)	Haraam	
Fatty acid (animal)	Haraam	
Gelatin	Haraam	
Glyceride (animal)	Haraam	
Glycerol/glycerin (animal)	Haraam	
Hormones (animal)	Haraam	**Rennet/Pepsin: Rennet is a milk coagulant that is the concentrated extract of renin enzyme obtained from calves stomachs. Note: At the time of purchase, if you are unable to verify the fact, you can call the concerned company. The company's name and number is generally mentioned on the product, if not see the telephone directory.
Hydrolyzed animal protein	Haraam	
Lard	Haraam	
Lecithin (if soya then Halaal)	Haraam	
Monoglycerides (animal)	Haraam	
Pepsin (animal)**	Haraam	
Phospholipid (animal)	Haraam	
Renin Rennet**	Investigate	
Shortening (animal)*	Haraam	
Whey**	Investigate	

সম্মানিত পাঠকবৃন্দ

আস্সালামুআলাইকুম, আপনাদের নিকট হতে কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক মানসম্পন্ন লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে এবং আপনাদের সকলের সহযোগীতা একান্ত কাম্য।

প্রতিটি ইসু এই প্রবাস জীবনে আপনার-আমার একটি সুখী ও সুন্দর পারিবারিক জীবন গঠন করতে সাহায্য করবে ইন্শাআল্লাহ। প্রতিটি সংখ্যা ব্যক্তিগতভাবে সংরক্ষন করুন, একটি মোটা বাইন্ডারে থ্রী হোল পান্চ করে অর্গানাইজ্ড ওয়েতে রাখুন।

এছাড়া আপনি যদি অমুসলিমদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ করতে চান তাহলে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ।। Free Quran and other Dawah materials are available for Non-Muslims.

HALAAL MORTGAGE, RRSP, RESP

(Interest Free Financing in Canada)

Mortgage - www.umfinancial.com or www.isnacanada.com or www.directcapitalmortgage.ca
RRSP, RESP and Mutual Fund – www.nointerest.ca or www.alaminrrsp.com

REFERENCE

☺ কুরআন ও হাদীস সঞ্চয়ন - অধ্যাপক মাওঃ আতিকুর রহমান ভূঁইয়া
☺ Successful Expat Life - Md. Sarwar Kabir Shameem
☺ ইসলামি জীন্দেগীর মৌলিক উপাদান - মোঃ সারওয়ার কবির শামীম
☺ পূর্ণাঙ্গ নামাজ শিক্ষা ও নর-নারীর মাসায়েল - হাফেয নূরুল হক
☺ A Hand Book of Halaal & Haraam – Zaheer Uddin, USA

সম্মানিত পাঠকের মতামত, ভুল সংশোধন ও দৃষ্টি আকর্ষণ **e-mail** *এ জানালে আগামী সংখ্যায় তা প্রতিফলিত হবে ইন্শাআল্লাহ।*

একটি কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক (দল নিরপেক্ষ এবং নন-পলিটিক্যাল) কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট নিউজ পেপার
Editor & Published by: Amir Uz Zaman, amiraway@hotmail.com , www.message4all.net
Suite # 306, 210 Oak Street, Toronto, ON M5A2C9. 416-214-9835 (After 5:00 p.m.)